35914 - বালা-মুসবিত আসার গূঢ় রহস্য

প্রশ্ন

আমি অনকে শুনছেি যে, মানুষরে উপর বালা-মুসবিত নামার পছেনে কছিু মহান হকেমত রয়ছে। এ হকেমতগুলো কি কি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

হ্যাঁ; বান্দাকে পরীক্ষা করার পছেনে কছিু মহান রহস্য রয়ছে; যমেন:

১। বশ্বিজাহানরে প্রতপিালক আল্লাহ্র দাসত্ব বাস্তবায়ন:

অনকে মানুষ তার কুপ্রবৃত্তরি দাস; আল্লাহ্র দাস নয়। সে প্রকাশ্যে ঘোষণা দয়ে যে, সে আল্লাহ্র দাস। কন্তিু যখন কোন পরীক্ষার মুখোমুখি হয় তখন সে বপিরীত দকিে ধাবতি হয়, দুনয়িা ও আখরিাত উভয়টার লোকসান দয়ে। এটা হচ্ছে সুস্পষ্ট লোকসান। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "মানুষরে মাঝে কউে কউে আল্লাহ্র ইবাদত করে দ্বধিাদ্বন্ধরে সাথে। তার কোন মঙ্গল হলে এতে তার চত্তি প্রশান্ত হয়। আর কোন বপির্যয় ঘটলে সে বপিরীত মুখে ধাবতি হয় (অর্থাৎ কুফররে দকিে ফরিে যায়), দুনয়িা ও আখরিাত উভয়টার লোকসান দয়ে। অবশ্যই এটা সুস্পষ্ট লোকসান।"[সূরা হাজ্জ, আয়াত: ১১]

২। মুমনিদরেকে পৃথবিীতে কর্তৃত্ব দয়োর জন্য প্রস্তুত করা হয় পরীক্ষার মাধ্যম:

ইমাম শাফয়েকিে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি: কোনটি উত্তম: ধর্য়ে, পরীক্ষা নাকি ক্ষমতায়ন। তনিি বলনে: ক্ষমতায়ন নবীদরে স্তর। পরীক্ষা করা ছাড়া ক্ষমতায়ন করা হয় না। যখন পরীক্ষা করা হয় তখন ধর্য়ে ধারণ করনে। ধর্য়ে ধারণ করলে ক্ষমতা দয়ো হয়।

৩। গুনাহ মোচন:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "মুমনি নর-নারীর জীবন, সন্তান ও সম্পদরে উপর পরীক্ষা চলতে থাকে। এক পর্যায়ে সে আল্লাহ্র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করে যে, তার কোন গুনাহ থাকে না।"[সুনানে তরিমযিি (২৩৯৯)]

আনাস (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "যদি আল্লাহ্ কোন বান্দার

ভাল চান দুনয়িাতে অগ্রমি তাকে শাস্তি দয়িে দনে। আর যদি বান্দার অকল্যাণ চান বান্দার পাপটাকে ধরে রাখনে যাতে করে কয়িামতরে দনি পূর্ণভাবে এর শাস্তি দতিে পারনে।"[সুনানে তরিমযিি (২৩৯৬), আলবানী 'সলিসলিা সহহিা' গ্রন্থে (১২২০) হাদসিটকিে সহহি বলছেনে]

৪। সওয়াব অর্জন ও মর্যাদা বৃদ্ধি:

আয়শো (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে, তনিি বলনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "কোন মুমনি যদি একটি কাঁটা দ্বারা কংিবা এর চয়েে বশেি কছিু দ্বারা আক্রান্ত হয় এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করনে কংিবা তার একটি গুনাহ হ্রাস করনে।"[সহহি মুসলমি (২৫৭২)]

৫। মুসবিতরে শকিার হওয়া নজিরে দোষত্রুটি নয়িে ও অতীত জীবনরে ভুলভ্রান্তি নয়িে চন্তিা করার সুযোগ তরৈী করে দয়ে:

কনেনা এটি যদি শাস্তি হয় তাহলে ভুল কোথায়?

৬। বালা-মুসবিত তাওহীদ, ঈমান ও তাওয়াক্কুলরে অন্যতম একটি শকি্ষা:

বালা-মুসবিত বাস্তবে আপনার নজিরে স্বরূপ আপনার কাছে তুলে ধরে যাতে করে আপনি জানতে পারনে যে, আপনি একজন দুর্বল দাস, আপনার রব ছাড়া আপনার কোন ক্ষমতা নইে শক্তি নইে। তখন আপনি তাঁর উপর পরপিূর্ণভাবে নর্িভর (তাওয়াক্কুল) করবনে। পরপিূর্ণভাবে তাঁর কাছে আশ্রয় নবিনে; আর তখনি গৌরব, অহমকিা, অহংকার, আত্মপ্রীতি, প্রবঞ্চনা ও গাফলতরি পতন হবে। আপনি বুঝতে পারবনে যে, আপনি এমন এক অসহায় ব্যক্তি যে তার মনবিরে শরণাপন্নরে মুখাপক্ষেী, এমন এক দুর্বল ব্যক্তি যে মহাশক্তধির ও পরাক্রমশালীর আশ্রয়রে কাঙ্গাল।

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) বলনে:

"যদি না আল্লাহ্ বান্দাকে বপিদমুসবিতরে ঔষধ দয়িে চকিৎিসা না করতনে তাহলে তারা সীমালঙ্ঘন করত, অবাধ্য হত ও ধৃষ্টতা দখোত। আল্লাহ্ যদি কোন বান্দার কল্যাণ চান তার অবস্থা অনুপাতে তাকে পরীক্ষার ঔষধ সবেন করান। এর মাধ্যমে তনিি তাকে ধ্বংসাত্মক রোগ-বালাই থকেে মুক্ত করনে। এক পর্যায়ে তনিি তাকে পরশিোধতি, নর্িমল ও পরশিুদ্ধ করনে: দুনয়িার সর্বোচ্চ মর্যাদা ও আখরিাতরে সর্বোচ্চ সওয়াব দয়োর জন্য তাকে প্রস্তুত করনে। সইে মর্যাদা হচ্ছে তাঁর দাসত্ব এবং সইে সওয়াব হচ্ছে তাঁর দর্শন ও তাঁর নকৈট্য।"[যাদুল মাআদ (৪/১৯৫) থকেে সমাপ্ত]

৭। পরীক্ষা মানুষরে অন্তর থকেে আত্মপ্রীতকিে দূর করে, আত্মাগুলোকে আল্লাহ্র নকিটবর্তী করে:

ইবনে হাজার (রহঃ) বলনে: গ্রন্থাকাররে উদ্ধৃতি "এবং হুনায়নরে যুদ্ধরে দনি যখন তোমাদরেকে অভভিুত করছেলি তোমাদরে সংখ্যাধক্যি হওয়া।"[সূরা তাওবা, আয়াত: ২৫] ইউনুস বনি বুকাইর 'যয়িাদাতুল মাগাজি' গ্রন্থে রাবঅি বনি আনাস বর্ণনা করনে

যে তনিি বলনে: হুনায়নরে দনি এক লোক বলল: আজ আমরা সংখ্যা স্বল্প হওয়ার কারণে পরাজতি হব না। এ কথাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছে কঠনি মনে হল। ফলাফল হল পরাজয়..”।

ইবনুল কাইয়্যমে যাদুল মাআদ গ্রন্থে (৩/৪৭৭) বলনে:

“আল্লাহ্ তাআলার হকেমতরে দাবী ছলি মুসলমানদরে সংখ্যা ও রসদরে আধক্যি এবং শক্তরি দাপট থাকা সত্ত্বওে প্রথমে তাদরেকে পরাজয়রে তক্তিতা আস্বাদন করানো; যাতে করে এমন কছিু মাথাকে নত করে দতিে পারনে যারা বজিয়রে সুখে মাথা উঁচু করে আছে। যে মাথাগুলো আল্লাহ্র শহর ও তাঁর হারামে সইেভাবে প্রবশে করনে যইেভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রবশে করছেনে— ঘোড়ার পঠিে মাথা নীচু কর; এমনকি তাঁর থুতনি ঘোড়ার লাঘাম স্পর্শ করার উপক্রম হয়ছেলি; তার রবরে প্রতি বনিয় প্রকাশার্থে এবং তাঁর মহত্বরে প্রতি নত হয়, তাঁর কর্তৃত্বরে প্রতি বনীত হয়।”[সমাপ্ত]

আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “আর যাতে আল্লাহ্ মুমনিদরেকে পরশিোধন করতে পারনে এবং কাফরেদরেকে নশ্চিহ্নি করতে পারনে।”[সূরা আলে ইমরান, আয়াত:১৪১]

অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদরেকে গুনাহ থকেে, অন্তররে রোগগুলো থকেে মুক্ত ও পরশিুদ্ধ করতে পারনে। অনুরূপভাবে তনিি তাদরেকে মুনাফকিদরে থকেে মুক্ত করছেনে ও বাছাই করে নয়িছেনে ফলে মুমনিরা তাদরে থকেে আলাদা হয়ে যায়...। এরপর অন্য একটি হকেমতরে কথা উল্লখে করনে। সটো হল কাফরেদরেকে ধ্বংস করা। কনেনা তারা আধপিত্য লাভ করতে পারলে সীমালঙ্ঘন করে ও অহংকার কর। তখন এটা হয় তাদরে ধ্বংস ও বলিীন হওয়ার কারণ। কারণ আল্লাহ্র চরিায়ত নয়িম হচ্ছে তনিি তাঁর শত্রুদরেকে ধ্বংস করতে চাইলে ও নশ্চিহ্নি করতে চাইলে তনিি তাদরে জন্য কারণ সৃষ্টি করনে। যে কারণগুলোর মাধ্যমে তারা তাদরে ধ্বংস ও নশ্চিহ্নি হওয়াকে টনেে আন। এ কারণগুলোর মধ্যে কুফরীর পর সবচয়েে জঘন্য কারণ হচ্ছে আল্লাহ্র মত্রিদরেকে কষ্ট দয়ো, তাদরেকে প্রতহিত করা, তাদরে বরিুদ্ধে লড়াই করা ও আধপিত্য বস্তিার করার ক্ষত্রেে সীমালঙ্ঘন করা, বাড়াবাড়ি করা...। যারা উহুদরে দনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বরিুদ্ধে লড়ছেলি ও কুফররে উপর বহাল ছলি আল্লাহ্ তাদরে সবাইকে নশ্চিহ্নি করে দয়িছেনে।”[সমাপ্ত]

৮। মানুষরে স্বরূপ ও বশৈষ্ট্যি প্রকাশ করে দওেয়া। এমন কছিু মানুষ আছে যাদরে মর্যাদা কবেল বপিদমুসবিতরে সময়ই জানা যায়:

ফুযাইল বনি ইয়ায বলনে: “যতক্ষণ মানুষ নরিাপদে থাকে আড়াল হয়ে থাক। কন্তিু যখনই তাদরে উপর কোন বালা-মুসবিত নমেে আসে তখনই তারা তাদরে স্বরূপে ফরিে আস। তখন ঈমানদার তার ঈমানরে দকিে ফরিে আসে এবং মুনাফকি তার নফিাকরে দকিে ফরিে আস।”

আবু সালামা থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: অনকে মানুষ ফতিনার শকিার হয়ছে (অর্থাৎ মরিাজরে ঘটনার পর)। কছিু মানুষ আবু বকর (রাঃ) এর কাছে এসে ঘটনা উল্লখে করল। তখন তনিি বললনে: আমি সাক্ষ্য দচ্ছিি যে, তনিি সত্যবাদী। তারা বলল: আপনি কি বশ্বিাস করনে যে, তনিি এক রাতে শামে গয়িে সখোন থকেে আবার মক্কায় ফরিে এসছেনে? তনিি বললনে: হ্যাঁ। আমি তো এর চয়েে দুঃসাধ্য বষিয়ে তাঁকে বশ্বিাস করি। আমি আসমানরে সংবাদরে ব্যাপারে তাঁকে বশ্বিাস করি। তনিি বলনে: এ কারণে তাঁকে সদ্দিকি (বশ্বিাসী) উপাধি দয়ো হয়।”

৯। পরীক্ষা সুপুরষ গড়ে তোলে ও তাদরেকে প্রস্তুত করে:

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবীর জন্য কঠনি জীবন নর্িবাচন করছেনে; যে জীবনরে মাঝে রয়ছেে নানারকম চ্যালঞ্জে; ছোটকাল থকেে। যাতে করে তাঁকে মহান দায়ত্বিরে জন্য তাঁকে প্রস্তুত করতে পারনে যে দায়ত্বি তাঁর জন্য অপক্ষো করছ।ে যে দায়ত্বি পালনে মহাপুরুষরা ছাড়া ধর্যৈ রাখার ক্ষমতা কারো নইে। কঠনি পরস্থিতিি যাদরেকে কাঁপয়িে তুলছেে কন্িতু তারা খামোশ ছলিনে এবং বপিদমুসবিত দয়িে যাদরেকে পরীক্ষা করা হয়ছেে কন্িতু তারা ধর্যৈ রাখতে পরেছেনে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াতীম হসিবে বড়েে উঠছেনে। কছিু দনি যতেে না যতেে তাঁর মাও মারা যান। আল্লাহ্ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সইে স্মৃতি স্মরণ করয়িে দয়িে বলছনে: “তনিি কি আপনাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি? অতঃপর তনিি আশ্রয় দয়িছেলিনে।” যনে আল্লাহ্ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ছোট বলো থকেইে দায়ত্বি বহন করা ও কঠনি পরস্থিতিি মোকাবলিা করার জন্য প্রস্তুত করছলিনে।

১০। বালা-মুসবিতরে হকেমতরে মধ্যে রয়ছেে যে, মানুষ প্রকৃত বন্ধু ও সুবধিাভোগী বন্ধুদরে চনিে নতিে পার:ে

যমেনটি কবি বলছেনে:

আল্লাহ্ বপিদমুসবিতকে উত্তম প্রতদিান দনি যদওি সইে বপিদগুলো আমার গলায় লালাকে আটকে দয়ে।

আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যহেতেু তার মাধ্যমে আমি শত্রু থকেে বন্ধুকে চনিতে পরেছে।ি

১১। পরীক্ষা আপনাকে আপনার পাপগুলোর কথা স্মরণ করয়িে দবিে যাতে আপনি তওবা করতে পারনে:

আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “এবং যা কছিু অকল্যাণ আপনাকে আক্রান্ত করে তা আপনার নজিরে পক্ষ থকেইে”[সূরা নসিা, আয়াত: ৭৯] তনিি আরও বলনে: “আর তোমাদরে যে বপিদ-আপদ ঘটে তা তোমাদরে হাত যা অর্জন করছেে তার কারণে এবং অনকে অপরাধ তনিি ক্ষমা করে দনে।”[সূরা নসিা, আয়াত: ৩০]।

অতএব, বালা মুসবিত কয়িামতরে দনি মহাশাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার আগে তাওবা করার জন্য একটি সুযোগ তরৈী করে দয়ে। নশ্চিয় আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “আর অবশ্যই আমরা তাদরেকে মহা শাস্তরি পূর্বে কছিু লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব যাতে

তারা ফরিে আসে।”[সূরা আস্-সাজদাত আয়াত: ২১]

লঘু শাস্তি হল— দুনিয়ার দুর্দশা, দুর্গতি এবং মানুষ যে মন্দ ও অনিষ্ট দ্বারা আক্রান্ত হয় সগেুলো।

যদি কারো জীবন আনন্দে কাটতে থাকে এটি মানুষকে প্রবঞ্চতি করে, অহংকারে পরণিত করে। মানুষ নজিকেে আল্লাহ্ থকেে অমুখাপক্ষেী হয়ে গছেে ভাবতে থাকে। তখন আল্লাহ্ তাআলা রহমতস্বরূপ বান্দাকে পরীক্ষায় ফলেনে যাতে করে বান্দা ফরিে আসে।

১২। বালা-মুসবিত আপনার সামনে দুনিয়ার স্বরূপ ও চাকচক্যিকে উন্মোচন করে দবিে এবং জানাবে যে, দুনিয়া হচ্ছে প্রবঞ্চনামূলক ভোগ্যসামগ্রী:

পরপিূর্ণ সুস্থ জীবন হচ্ছে এই দুনিয়ার পরবর্তী জীবন। যে জীবনে কোন রোগ নাই। কোন কষ্ট-ক্লশে নাই। “আর নশ্চিয় আখরোতরে জীবনই তো প্রকৃত জীবন; যদি তারা জনত।”[সূরা আনকাবুত, আয়াত: ৬৪] এই দুনিয়া হচ্ছে দুর্দশা, ক্লান্তি ও দুঃশ্চন্তিায় ভরপুর। “নঃিসন্দহেে আমরা মানুষকে সৃষ্টি করছেি কষ্ট-ক্লশেরে মধ্যে।”[সূরা বালাদ, আয়াত: ৪]

১৩। বালা-মুসবিত আপনার উপর আল্লাহ্র দয়ো সুস্থতা ও নরিাপত্তার নয়োমতকে স্মরণ করয়িে দয়ে:

এই মুসবিত আপনার সামনে চূড়ান্ত অলংকারপূর্ণ ভাষায় সুস্থতা ও নরিাপত্তার ভাব তুলে ধরবে। অনকে বছর আপনি যে নয়োমতদ্বয় ভোগ করে আসছলিনে। কন্তিু আপনি এ নয়োমতদ্বয়রে মষ্টিতা চখেে দখেনেনি, এ দুটো নয়োমতকে যথাযথ মর্যাদা দনেনি।

বপিদমুসবিত আপনাকে নয়োমতদাতা ও নয়োমতরে কথা স্মরণ করয়িে দবিে। যার ফলে এটি আল্লাহ্র নয়োমতরে শুকরয়িা আদায় করা ও তাঁর প্রশংসা করার কারণ হবে।

১৪। জান্নাতরে প্রতি আসক্তি:

আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতরে প্রতি আসক্তি অনুভব করবনে না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি দুনিয়ার তক্ষিতা না চখেনে। সুতরাং আপনি দুনিয়াতে সুখী হলে কভিাবে জান্নাতরে প্রতি আসক্তি অনুভব করবনে?

বালা-মুসবিতরে কছিু গূঢ় রহস্য ও এর ফলে যে কল্যাণগুলো সাধতি হয় সগেুলোর কয়িদাংশ উল্লখে করা হল। আল্লাহ্র হকেমত ও গূঢ় রহস্য আরও মহান ও মর্যাদাপূর্ণ।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।